পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

RAISE

ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ

নিউজলেটার

ভলিউম ০৩ । সংখ্যা ০৫ । ডিসেম্বর ২০২৪

ফিচার

অনানুষ্ঠানিক খাতে তরুণদের ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে RAISE প্রকল্প

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মূলে রয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের সম্পদ, সুযোগ ও পরিষেবা প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, লক্ষিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

বর্তমান বিশ্বে ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্যাশলেস (cashless) লেনদেনকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুর, হংকং, সুইডেনের মতো অনেক দেশ বেশ আগেই এ যাত্রা শুরু করেছিল। যদিও প্রাথমিক উদ্যোগগুলোর বেশিরভাগই মূলত প্লাস্টিক মানিকে কেন্দ্র করে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহিত করা এবং অর্থনীতিতে হার্ড ক্যাশের প্রবাহ সীমিত করা বা অপসারণ করা। এছাড়াও, ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছেও আর্থিক সেবা পৌঁছানো সহজ হয় যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করে।

ডিজিটাল আর্থিক সেবা এমন একটি সেবা পদ্ধতি যেখানে মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, ই-ওয়ালেট, এবং অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীরা তাদের মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা এবং অর্থ স্থানান্তরের সুবিধা পেতে পারেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিংয়ের জন্য নির্দেশিকা জারি করার মাধ্যমে ২০১১ সালে বাংলাদেশে Mobile Financial Service (MFS)-এর যাত্রা শুরু করে।

সামগ্রিকভাবে ক্যাশলেস লেনদেনে অভ্যস্ত করাটা চ্যালেঞ্জিং হলেও প্রযুক্তির প্রতি আকর্ষিত করতে নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ক্যাশলেস লেনদেন যেমন সহজ, তেমনি দ্রুত ও নিরাপদ। ক্যাশ টাকা বহনের ঝুঁকি

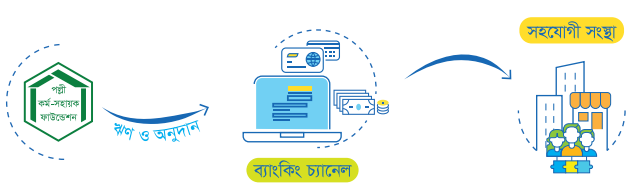

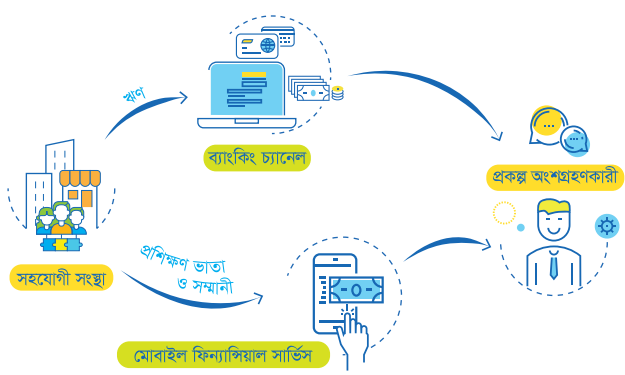

*লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২

ও সময় অপচয় দুটিই কমায়, লেনদেনে স্বচ্ছতা আনে। পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতেও ক্যাশলেস লেনদেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, অপরাধ হ্রাস করে কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরালো করা একান্তই বাস্তবসম্মত কার্যক্রম।

বাংলাদেশের ৩৩.৬% তরুণের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে (সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক) যা প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অনেক কম। উল্লেখ্য, ভারতে ৬৭% এবং ইন্দোনেশিয়াতে ৫০% তরুণ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছে।

RAISE প্রকল্পে তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষানবিশদের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের আওতায় নিয়ে এসে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহারে অভ্যস্তকরণের মাধ্যমে RAISE তরুণদের আর্থিক ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।

ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে উদ্যোগের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন করা হলে উদ্যোগে স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী আর্থিক লেনদেন করা সম্ভব। পাশাপাশি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন স্কিমে সরাসরি সঞ্চয় করার সুযোগ রয়েছে যা উদ্যোক্তারা ঝুঁকি প্রশমন পদ্ধতি হিসেবে কাজে লাগাতে পারে।

দেশব্যাপী অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোটো উদ্যোক্তাদের ও তরুণদের নতুন প্রযুক্তিতে অভ্যস্তকরণে RAISE প্রকল্পের ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা অগ্রজ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা এবং শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পন্নকারী তরুণ উদ্যোক্তা ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী তরুণদের জন্য ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট খোলা এবং আনুষ্ঠানিক (formal) চ্যানেলে আর্থিক পরিষেবা গ্রহণের এই সুযোগ বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও MFS খাতের অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত RAISE প্রকল্পের আওতায় ১,১৩,৯১৩ জন উদ্যোক্তাকে ব্যাংকিং চ্যানেলে ঋণ বিতরণ এবং ১,১৮,৫০৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে MFS-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

RAISE প্রকল্পের আওতায় ছোটো উদ্যোক্তাদের Psychometric Profiling কার্যক্রমের উদ্বোধন

পিকেএসএফ-এর বৃহত্তর ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে RAISE প্রকল্পের আওতায় ছোটো উদ্যোক্তাদের creditworthiness & entrepreneurial capability যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে Psychometric Profiling সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান পিকেএসএফ-এর সার্ভারে স্থাপিত ড্যাশবোর্ড উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে Psychometric Profiling সংক্রান্ত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে EcoDev Consultancy Pvt. Ltd-এর প্রধান নির্বাহী ড. সুব্রত রানা একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বিগ ডেটা ব্যবহার করে ব্যাবসায়িক ও সামাজিক নানাবিধ কাজ ব্যয়-সাশ্রয়ীভাবে সম্পন্ন করার উদাহরণ তুলে ধরেন।

RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন		তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন		শিক্ষানবিশি কার্যক্রম	
লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
৫০০ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ	১০০%	১২৯২.১০ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ	৭৮%	৪৩,০০০ জন তরুণকে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি ও ৫ দিনব্যাপী 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৭%
৫০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে ৩ দিনব্যাপী 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০%	৯০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে ১৬ দিনব্যাপী 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৭%	শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭,০০০ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনেকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান	৭৩%

ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম

কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় অংশীজন ও লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণ করে নিজস্ব কর্ম এলাকায় বিভিন্ন আউটরিচ কর্মকাণ্ড যেমন: উঠান বৈঠক, হাট-বাজার সভা, মাইকিং, ঋণ সমিতির সভা, পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত কমিউনিটি আউটরিচ কর্মসূচির মাধ্যমে ৯৫,৮২৩ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তা ও শিক্ষানবিশকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় ৭,৩০৯ জন তরুণের কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭,২৩২ জন শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ৬ মাসব্যাপী শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশগণ অভিজ্ঞ ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও, দক্ষ প্রশিক্ষকের আওতায় শিক্ষানবিশদের 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ২৪,৫৪১ জন শিক্ষানবিশের মধ্যে ১০,০৪০ জন নারী (৪১%)। সফলভাবে শিক্ষানবিশি সম্পন্নকারী তরুণদের মধ্যে ৯,২৪০ জন তরুণ কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে ৭,১১৩ জন তরুণ নিজের উদ্যোগ শুরু করেছেন।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,০০০ জন ছোটো উদ্যোক্তার মাঝে এ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮০২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা তরুণ উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৫৫৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও, সম্ভাবনাময়ী শিক্ষানবিশ ও মাস্টারদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে যথাক্রমে প্রায় ২০ কোটি ও ৪৯ কোটি টাকা সহযোগী সংস্থার অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।

'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত ৫১,৩১৩ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায়ের পরিবেশ, ছোটো উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন এবং ব্যাবসা সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় শ্রেণিকক্ষভিত্তিক সেশনের পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণ সরাসরি মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পরিদর্শন ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান।

মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন

যথাযথভাবে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৫,১৩০ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

RAISE প্রকল্পের PSC-এর সভা

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল-এর সভাপতিত্বে Project Steering Committee (PSC)-এর নবম সভা এবং ২৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক-এর সভাপতিত্বে PSC-এর দশম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত PSC-এর সভা দুটিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী; ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক Training of Trainers (ToT)

প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪-এ প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংস্থার প্রশিক্ষণ পুলের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সর্বমোট ৩৫৮ জন কর্মকর্তাকে ১৪টি ব্যাচে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ে ৪ দিনব্যাপী Training of Trainers (ToT) প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রশিক্ষণে জীবন দক্ষতা বিষয়ে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বহিস্থ প্রশিক্ষকগণ যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, দ্বন্দ্ব নিরসন, সমস্যা সমাধান কৌশল, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গেমস, দলীয় অনুশীলন ও আলোচনার মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করেন। এর পাশাপাশি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে চিহ্নিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন সেশনে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দলীয় উপস্থাপনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ে ৪৩,০০০ জন শিক্ষানবিশ ও ৯০,০০০ জন তরুণ উদ্যোক্তাকে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের জন্য Training of Facilitation (ToF)

২৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে RAISE প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও অন্যান্য প্রকল্পের ২৪০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে দিনব্যাপী Training of Facilitation (ToF) অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে পরামর্শক সংস্থা Institute of Professional Training (IPTM) হতে আগত প্রশিক্ষক নানাবিধ গেইম ও দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে ফেসিলিটেশন পদ্ধতির ওপর বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, RAISE প্রকল্পে তরুণ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Business Management and Entrepreneurship Development (BMED) প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে IPTM-এর মাধ্যমে ৫৯টি ট্রেডভিত্তিক টেকনিক্যাল মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় বিগত ২৩-২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আয়োজিত ফেসিলিটেশন পদ্ধতির ওপর ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণে RAISE প্রকল্পভুক্ত ৭০টি সহযোগী সংস্থার ২৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

'Project Management and Leadership for Development Professionals' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২৮ জুন-০৭ জুলাই এবং ১৪-২৩ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত থাইল্যান্ড-এর Asian Institute of Technology (AIT)-এ RAISE প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত 'Project Management and Leadership for Development Professionals' প্রশিক্ষণে ২টি ব্যাচে পিকেএসএফ-এর ১৯ জন কর্মকর্তা এবং RAISE প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনার

RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক দ্বিতীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

০৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক ২য় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোঃ ফজলুল কাদের তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আয় বৃদ্ধি ও তার সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য না থাকলে পুঁজি গঠন সম্ভব হয় না। পুঁজি গঠন না হলে সম্পদ সৃষ্টি হয় না। এতে লক্ষিত জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষতার সাথে পুঁজির সংযোগ এবং ছোটো উদ্যোগে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। বৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ছোটো উদ্যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ সভায় RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী ও পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) দিলীপ কুমার চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্যে বলেন, প্রকল্পটি ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে ছোটো উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় বেকার তরুণদের হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করছে।

অনুষ্ঠানে প্রকল্প বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক মির্জা মুহাঃ নাজমুল হক এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফুল হক।

পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী 'RAISE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি' বিষয়ক এবং উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী এস এম খালেদ মাহফুজ 'ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও করণীয়' শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন। এ সভায় RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান ও আলোচনা করেন। উক্ত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, RAISE প্রকল্পভুক্ত সকল সহযোগী সংস্থার ফোকাল পার্সন ও সমন্বয়কারীবৃন্দ।

ট্রেডভিত্তিক মডিউল প্রণয়নে Validation Workshop

০৪-০৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় 'Business Management and Entrepreneurship Development (BMED)' শীর্ষক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের আওতায় ট্রেডভিত্তিক মডিউল প্রণয়নের লক্ষ্যে চার দিনব্যাপী Validation Workshop পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর প্রতিনিধি এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, RAISE প্রকল্পে তরুণ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে BMED প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ Institute of Professional Training & Management (IPTM)-এর মাধ্যমে ৮টি অগ্রাধিকারভুক্ত খাতের ৫৯টি পেশার ওপর ট্রেডভিত্তিক টেকনিক্যাল মডিউল প্রস্তুত করেছে।

Validation Workshop-এর ভিন্ন ভিন্ন সেশনে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মির্জা মুহাঃ নাজমুল হক।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৫-এর RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

১৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম RAISE প্রকল্পভুক্ত শেরপুর জেলাধীন সহযোগী সংস্থা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)-এর শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি প্রকল্পের আওতায় 'মোটর সাইকেল সার্ভিসিং' ট্রেডে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পন্নকারী খোরশেদ আলমের নিজ উদ্যোগ পরিদর্শনকালে খোরশেদ ও তার ওস্তাদ আমান উল্লাহের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রকল্প সমন্বয়কারীর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বাস্তব ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক ঢাকা জেলায় বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রম, তরুণ উদ্যোক্তার উদ্যোগ পরিদর্শনের পাশাপাশি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন তিনি। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন RAISE প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজী মশরুর-উল-আলম ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার শারমিন সুলতানা এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রুহি দাস-সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় 'রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং' এবং 'বিউটি কেয়ার/বিউটিফিকেশন' ট্রেডে প্রশিক্ষণরত ৪ জন শিক্ষানবিশের প্রশিক্ষণ পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষানবিশদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

RAISE
ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ
নিউজলেটার

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

মুহসীনা কেয়া'র সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প

অনেকদিন থেকেই মুহসীনা কেয়া'র (২৫) একজন উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন। অভিজ্ঞতা না থাকায় কীভাবে উদ্যোগ শুরু করবেন সে সম্পর্কে ধারণা ছিল না। তিনি ইউটিউব ও ফেইসবুক দেখে এবং স্থানীয় খামারিদের কাছ থেকে মুরগি পালনের পদ্ধতি শেখেন। জানুয়ারি ২০২২-এ টাইগার মুরগি পালনের মাধ্যমে তাঁর উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়। উদ্যোগের নাম রাখেন 'রহিমা এগ্রো ফার্ম এন্ড হ্যাচারী'। মুরগি পালনে ভালো জাতের বাচ্চা না পাওয়ায় প্রথমে তাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তিনি পরিকল্পনা করেন মুরগি পালনের পাশাপাশি ইনকিউবেটরের মাধ্যমে মুরগির বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করবেন। কিন্তু এর জন্য তাঁর পুঁজির প্রয়োজন। তিনি আমরা কাজ করি (একেকে)-এর শাখা অফিস থেকে প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তরুণ উদ্যোক্তা খাতে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটি ইনকিউবেটর মেশিন কিনেন। বর্তমানে তিনি ২টি শেডে ৩০০-৪০০ মুরগি পালন করছেন এবং ১টি ইনকিউবেটর মেশিনের মাধ্যমে প্রতিবারে ১৮০০টি ডিম ফুটানোর কাজ চলমান রয়েছে। মুরগি, মুরগির ডিম ও বাচ্চা বিক্রি করে প্রতিমাসে ৬০-৭০ হাজার টাকা আয় করছেন। প্রকল্পের আওতায় 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ নিয়ে নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখছেন। এ উদ্যোগে মুহসীনা ও তাঁর স্বামী ছাড়াও আরও ২ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে। নিজ এলাকায় তাঁর উদ্যোগের সুনাম ছড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে খামারিরা মুরগির বাচ্চা ক্রয়ের জন্য প্রতিদিন তাঁর উদ্যোগে আসেন।

সাজিদের বেকারত্ব থেকে মুক্তির গল্প

কোভিড মহামারির পর আর্থিক সমস্যার কারণে সাজিদ ইসলাম (১৯)-এর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর ২০২৩-এ RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে তিনি বেকার জীবন যাপন করছিলেন যা তাঁর পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করে। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা ও পরিবারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে না পারার বিষয়টি সাজিদকে খুব কষ্ট দেয়।

সাজিদের মা মনোয়ারা বেগম জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর সদস্য। তিনি সমিতির অন্যান্য সদস্যের কাছ থেকে বেকার তরুণদের জন্য RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তীতে সাজিদ জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন-এর মাঠ কর্মীর মাধ্যমে 'স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কস' ট্রেডে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রকল্পে যুক্ত হন। মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন এস কে মাহফুজুর রহমান-এর তত্ত্বাবধানে 'এস এম আর এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং' ওয়ার্কশপে আগ্রহ, সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ শিখতে থাকেন। ৬ মাসব্যাপী শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতা ও সকলের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করার প্রেক্ষিতে একই ওয়ার্কশপে তাঁর মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। সাজিদ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পেরে অত্যন্ত খুশি।

উপদেশক
মোঃ ফজলুল কাদের
মুহম্মদ হাসান খালেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
গোলাম জিলানী
এস এম খালেদ মাহফুজ

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট
শেহরীণ সাবা

ফিচার প্রবন্ধ
মোঃ তরিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ ছবি
মেহেদী আজম

সার্বিক সহযোগিতায়
RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পিকেএসএফ
RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট, সহযোগী সংস্থা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
www.pksf.org.bd | pksf@pksf.org.bd | RAISE প্রকল্প | pksf.raise@gmail.com